রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সামাজিক সহায়তা প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অসংক্রামক মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সহযোগিতায় কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে সদরের ঝাউবাড়িয়া ও গাংনীতে শতাধিক সামাজিক সহয়তা প্রদান করা হয়।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষষেদর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, লবন, তেল, সুজি, চিনি কর্মহীন অসহায়দের মাঝে তুলে দেন।

অন্যদের মধ্যে জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খন্দকার একরামুল হক হীরা, যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহাসহ সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও খামারিরা টিকে থাকতে আর্থিক প্রনোদনার দাবি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা চলছে লকডাউন। শুধুমাত্র চিকিৎসালয়, ফার্মেসী, কাঁচাবাজর, মুদিখানার দোকান বাদে সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। গত এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইকসহ সবধরনের অবৈধ যানবাহন চলাচল।

ফলে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। বেশি বিপাকে পড়েছে ডেইরি খামারিরা।
আলমডাঙ্গা বাজারের বাবু মিষ্টান্ন ভান্ডারের দুইটি ও অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডার দুইটি মোট ৪টি মিষ্টির দোকান বাদে প্রায় অর্ধশত মিষ্টির দোকানসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অবস্থিত শতাধিক মিষ্টির দোকান বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা।

আলমডাঙ্গার কুমারীর গ্রামের খামারি রানা মন্ডল জানান, “করোনাভাইরাসের কারণে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান দুধ নিচ্ছে না। মিষ্টির দোকান ও হোটেল গুলোও বন্ধ। অল্প দামেও দুধ বিক্রি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুধ সংরক্ষণ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে আমার খামারে দুধ না দুইয়ে বাছুরকে দিয়ে সবই খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে খামারিরা পথে বসে যাবেন বলে মন্তব্য করেন।

কলেজ পাড়ার খামারি জেহুন আলী সেন্টু বলেন, ‘আমার খামারে ৬টি গাভী রয়েছে। দুধ বিক্রি করতে পারলে প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আসতো। কিন্তু এত দুধ কোথায় বিক্রি করব? মিষ্টির দোকান বন্ধ।”

অন্যদিকে, বিভিন্ন খামারের মালিকরা তাদের খামারের পশুদের জন্য খাবার কিনতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। বর্তমানে যানবাহন চলাচল না করাতে পশুখাদ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে খামার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন খামারের মালিকরা।

আলমডাঙ্গার কুমর নদ পাড়ের খামারি আব্দুল জব্বার লিপুর গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ছাগল ও হাঁস-মুরগির খামারের বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, “প্রয়োজনীয় খাবার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি পন বিচুলি আগে যেখানে নিত ১৩০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৩’শ ৫০ টাকা। তাও আবার সময় মতো পাওয়া যায়না। গরুর খামারে বছরে তিনবার গরু বিক্রি করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ আর দুই ঈদে। এবারের পহেলা বৈশাখে একটিও গরু বিক্রি হয়নি। সামনে আসছে ঈদ। ঈদেও এবার কি হবে বলা মুসকিল।” খামার শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে খামারিদের সুদমুক্ত ঋণ ও আর্থিক প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ ১৬০ জনের, আক্রান্ত ১৫০

করোনাভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৫০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। যা জেলাটিতে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। এ নিয়ে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৮৪৯ জন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২৮ এপ্রিল সকাল ৮টা পর্যন্ত ঢাকার পরেই পার্শ্ববর্তী জেলা নারায়ণগঞ্জে সর্বাধিক রোগী শনাক্ত হয়েছে।
গতকাল বিকালে একই প্রতিবেদনে নারায়ণগঞ্জে করোনা রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৯৯ জন। এছাড়া সকালে জেলাটির স্বাস্থ্য বিভাগের দৈনিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের ও সুস্থ হয়েছে ৩০ জন।

গত ৮ মার্চ নারায়ণগঞ্জে প্রথম করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে। আর ৩০ মার্চ প্রথম জেলায় করোনা রোগীর মৃত্যু হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা প্রতিরোধে যেভাবে সফল ভিয়েতনাম, মারা যায়নি একজনও

বিবিসি জানিয়েছে, বুধবার ভিয়েতনামে নতুন করে কোনো ভাইরাস আক্রান্ত ধরা পড়েনি। গত ১৩ দিনে কোনো কমিউনিটি ট্রান্সমিশনও

হয়নি ভিয়েতনামে।

প্রায় ৯ কোটির ওপর জনসংখ্যার ওই দেশটিতে মোট করোনাভাইরাস রোগী পাওয়া গেছে ২৭০ জন, এরমধ্যে একজনও মারা যায়নি।

বিশ্বে প্রতি মিলিয়নে আক্রান্তের সংখ্যা এই দেশেই সবচেয়ে কম। দেশটির প্রধানমন্ত্রী তবুও জনগণকে সজাগ থাকতে বলেছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সব রোগীদের সুস্থ করে তোলায় ভিয়েতনামের চিকিৎসকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

হু-এর কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভাইরাসটি বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়েই তা মোকাবিলায় দেশটির সরকারের নেয়া নানা জরুরি পদক্ষেপ বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

দেশটির প্রতিবেশী চীনসহ এশিয়ার দেশগুলোয় করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃতের সংখ্যা চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ ও সরকারগুলো ভাবিয়ে তুলেছে। ভিয়েতনাম কীভাবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে রেখেছে এবং আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যু শূন্যের কোঠায় ধরে রেখেছে, সেই রহস্য তুলে ধরেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

ভিয়েতনাম সরকারিভাবে স্বাস্থ্য খাতের বিনিয়োগ ও রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করার যে কর্মসূচি বহুদিন ধরে চর্চা করে আসছে করোনা প্রতিরোধ সেটি বড় ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

আর ‘কোভিড-১৯’ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভিয়েতনাম পুরো দেশটাই লকডাউন করে দিয়েছিল। এতে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়েছে। প্রায় দশ কোটি অধ্যুষিত ভিয়েতনামে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৭০। এখন পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি।

চীনের উহান থেকে ফেরা ৬৬ বছর বয়সী এক ভিয়েতনামি প্রথম করোনাভাইরাসে শনাক্ত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ জানুয়ারি প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্তের খবর প্রকাশ করে ভিয়েতনাম সরকার।

ওই দিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ‘কোভিড-১৯’ রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ জনে।

এর মধ্যে দুই জন চীনা নাগরিক ছাড়া বাকি সবাই ভিয়েতনামি। ব্যাপক আকারে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে তখনই স্কুল, কলেজ,

বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় সরকার। পাশাপাশি করোনা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। কীভাবে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে, কী করলে সুস্থ থাকবে, এটাই ছিল প্রচারের মূল্য বক্তব্য।

এসবের পাশাপাশি দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে পরীক্ষা করেছে। তবে গত ২ মার্চ সর্বনাশটা ঘটায় দেশটির একজন প্রভাবশালী নারী ব্যবসায়ী।

ইউরোপের তিনটি দেশ ঘুরে ওই ব্যবসায়ী ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরের দায়িত্বরত কর্মচারীদের পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েন দেশে।

বিমানবন্দরের পরীক্ষায় ফাঁকি দিলেও ভিয়েতনামের পুলিশ তাকে ঠিকই আটক করে। এরপর জানা যায়, তিনি করোনায় আক্রান্ত। এরপর ভিয়েতনাম সরকার একটা বড় পদক্ষেপ নেয়। সেটি হল, ওই নারী যে বিমানে এসেছিলেন, তার সব যাত্রীকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়।

তিনি যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তা জীবাণুমুক্ত করা হয়, সেই পথের ধারে বাস করা প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হয়।

ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য বিভাগ মনে করে, যদি ইউরোপফেরত নারী বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফাঁকি না দিতেন, তাহলে আক্রান্তের সংখ্যা এত বাড়ত না। তবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের তুলনায় ভিয়েতনাম এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবেলায় যা করেছে, তা পুরো বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। সূত্র-যুগান্তর

কোভিড-১৯ মহামারীতে মৃত্যুপুরী বিশ্ব, মৃত্যু ২ লাখ ১৮ হাজার ছাড়াল

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপটে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিশ্ব। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার

হাজার মানুষ। সবশেষ তথ্যানুযায়ী করোনায় মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছেন ২ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মানুষ।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে প্রাণহানি ও অসুস্থদের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কোভিড ১৯-এ মারা গেছেন দুই লাখ ১৮ হাজার ১০ জন।

করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ৩১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮৫ জন। তাদের মধ্যে বর্তমানে ১৯ লাখ ৬৪ হাজার ১২১ চিকিৎসাধীন এবং ৫৬ হাজার ৯৬৫ জন (৩ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। মারা গেছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ।

তবে ইতিবাচক খবর হচ্ছে– এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন অনেক মানুষ। এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের মধ্যে ৯ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কোভিড-১৯ রোগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সেরে উঠেছেন এক লাখ ৪২ হাজার ২৩৮ জন, স্পেনে সেরে উঠেছেন এক লাখ ২৩ হাজার ৯০৩ জন, চীনের মূল ভূখণ্ডে ৭৭ হাজার ৫৭৮, ইরানে ৭২ হাজার ৪৩৯, ইতালিতে ৬৮ হাজার ৯৪১ এবং ফ্রান্সে ৪৬ হাজার ৮৮৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ ছাড়া তুরস্কে ৩৮ হাজার ৮০৯ জন, সুইজারল্যান্ডে ২২ হাজার ৬০০, কানাডায় ১৯ হাজার ১৯০, অস্ট্রিয়ায় ১২ হাজার ৫৮০, বেলজিয়ামে ১০ হাজার ৯৪৩, দক্ষিণ কোরিয়ায় আট হাজার ৯২২, অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ হাজার ৬২৬ এবং মালয়েশিয়ায় চার হাজার ৩২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশেও থাবা বসিয়েছে কোভিড ১৯। ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট ছয় হাজার ৪৬২ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

আলমডাঙ্গায় স্বাস্থ্য কর্মীসহ করোনায় আক্রান্ত-১৯ হারদি হাসপাতাল লকডাউন ঘোষনা

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) শনাক্ত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
জানাগেছে, গত ১মাসে আলমডাঙ্গায় ২৫ জন করোনা রোগি সনাক্ত করে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন। আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ ফেরৎ মানুষের প্রবেশের কারণে করোনা আক্রান্তের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক দিন যাবৎ আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সের কর্মিরা করোনা আক্রান্ত রোগীর নমুনা পরিক্ষার কাজ করে আসছিলো। এরই কারণে হাসপাতালের মোট ২২ জন দায়িত্বরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল ল্যাবে পাঠানো হয়। গত সোমবার ২৭ এপ্রিল রাতে ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট ১৯ জনের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। প্রকাশ থাকে যে গত ১৯ শে মার্চ আলমডাঙ্গায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। গত সপ্তাহের ২৩ শে এপ্রিল আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নে ৪জনকে করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করে। এছাড়াও,গত এক সপ্তাহ পার না হতেই আবারো আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য-কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত ৬ জন ডাক্তার ও ৭ জন স্বাস্থ্যকর্মীসহ ১৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আলমডাঙ্গায় মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ জন।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ২৩ জনের মধ্যে ১৯ জন করোনা শনাক্তের বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি আরো জানান, “যাদের পজিটিভ এসেছে তাদের নমূনা পরীক্ষা করা হয় কুষ্টিয়া সরকারী হাসপাতাল ল্যাবে। এদের মধ্যে ৬ জন ডাক্তার, ৭ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।
জেলা সিভিল সার্জন ডা. এএসএম মারুফ হাসান জানান, আলমডাঙ্গায় হারদি হাসপাতালে একই সঙ্গে ১৯জন করোনায় আক্রান্তের ঘটনায় হাসপাতাল লকডাউন করা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যাক্তিদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

শনাক্ত হয়েছে।

এরআগে এক চিকিৎসকসহ মোট ৪ জন করোনায় সংক্রমিত হয়। এতে করে কুষ্টিয়ায় করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৮ জনে। এরমধ্যে গত এক সপ্তাহে ঢাকা থেকে করোনা পজেটিভ নিয়ে ৩ জন কুষ্টিয়ায় আসেন। তাদের দুইজনকে কুষ্টিয়ার ২৫০ শয্যার হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়।

একজনকে শনিবার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠনো হয়।

করোনার তাণ্ডবের মধ্যেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসছে বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’!

গোটা বিশ্ব এখন কাঁপছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপে। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলের অন্তত ২৮ লাখ ৩০ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ২ শতাধিক মানুষের।

বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের এই তাণ্ডবের মধ্যেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসছে বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’!

এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে আঘাত হানবে এই ‘আম্ফান’। তবে কোথায় আছড়ে পড়তে পারে ওই আম্ফান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খবর ওয়ান ইন্ডিয়ার।
আম্ফান নামটি দিয়েছে থাইল্যান্ড। ‘আম্ফান’ ২০১৯-এর ঘূর্ণিঝড় তালিকার শেষ নাম। ‘নর্দান ইন্ডিয়ান ওশেন সাইক্লোন’-এর নামগুলো আটটি দেশ পর্যায়ক্রমে রাখে। এই পর্যায়ক্রমগুলো হল-বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। সেই পর্যায়ক্রমে আট নম্বর তালিকায় শেষ নামটি হল

আম্ফান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এপ্রিলে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণিঝড় ভারতীয় মূল ভখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভারতের পূর্ব উপকূলে মাত্র চারটি ঝড় আছড়ে পড়েছে ১৮৯১ সাল থেকে। বাকি ২৪টি ঝড় বাংলাদেশ-মিয়ানমারে আছড়ে পড়েছে। এপ্রিলে ঝড়ের প্রাক ইতিহাস গত ১০ বছরে অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আরব সাগরে এপ্রিল মাসে সে অর্থে কোনও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়নি এবং একইভাবে বঙ্গোপসাগরে জুনেও কোনও ঝড় ওঠেনি।

গত দশকে এই দুই অববাহিকার প্রতিটিতে চারটি ঘূর্ণিঝড় দেখা গেছে। মরুত এই দশকের প্রথম ঝড়। এটি ২০১৭ সালের ১৫ এপ্রিল সংগঠিত হয়েছিল এবং শক্তিশালী উল্লম্ব বায়ুর কারণে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এপ্রিল বা মে মাসের প্রথমার্ধে ঘূর্ণিঝড়গুলো বেশিরভাগই বাংলাদেশ বা মিয়ানমারকে আঘাত করে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ফণী গত বছর ব্যতিক্রম ছিল। যা এপ্রিলের শেষদিকে উড়িষ্যা উপকূলকে ধ্বংস করে দেয়।

ভারতের আবহাওয়া অফিসের বরাত দিয়ে ওয়ান ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, খুব শিগগিরই বঙ্গোপসাগরে এই মৌসুমের প্রথম সাইক্লোন তৈরি হতে চলেছে। ২৭ এপ্রিল আন্দামান সাগরের ওপর এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। পরদিন ২৮ এপ্রিল একই অঞ্চলে থেকে তা শক্তি সঞ্চয় করবে। ২৯ এপ্রিল ওই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরদিন ৩০ এপ্রিল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে করোনায় মৃতের তথ্য আইইডিসিআর এ নাই !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত ইদ্রিস আলীর মৃত্যুর তথ্য আইইডিসিআর এ নেই।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আইইডিসিআর এর অনলাইন প্রেস ব্রিফিং এ জানান হয় মৃতের সংখ্যা ৭ জন, যারা সবাই ঢাকার এবং শুক্রবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ মৃতের সংখ্যা ৪ জন তারাও সকলেই ঢাকার। শুক্রবার ৪ জনের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ থেকে ৬০ বছর।

জানা গেছে,মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত ইদ্রিস শাহ’র বয়স ৩৫। গত বুধবার দুপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে আইইডিসিআর এর বরাত দিয়ে সিভিল সার্জন জানান মৃত ঈদ্রিস শাহ করোনা পজেটিভ।

মেহেরপুরের সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, আইইডিসিআর এ দুদিনের মৃত্যুর হিসেব অনুযায়ী মেহেরপুরের হিসেব নেই। এ ধরণের তথ্য গোপন করা উচিত নয়। এটা একটা বৈষ্ণিক সমস্যা।

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা, নাসির উদ্দীন বলেন. আমি প্রতিদিনের করোনা সংক্রান্ত সমুদয় হিসাব আইইডিসিআর এ দিনেরদিন পাঠিয়ে দিচ্ছি”। তবে কেন যে মেহেরপুরের টা গণনা হয়নি তা জানা নাই।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, দুই দিনের মৃত্যুর যে হিসেব আইইডিসিআর দিয়েছে তাতে মেহেরপুরের টা নেই বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে আমিও জানতে পারলাম। তবে জেলার করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল সব কিছুর দায়িত্ব রয়েছেন সিভিল সার্জন। বিষয়টি নিয়ে সিভিল সার্জন বলেছি পুনরায় আইইডিসিআর এ যোগাযোগ করতে।

মেপ্র/ইএম